অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

The Economy of Bangladesh

রতন একজন ধনী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তার জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। পারিবারিক ব্যয় বহন করার পর উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত অর্থ রতন সঞ্চয় করে। গত বছর রতন একটি ছোট তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করে যা তার স্ত্রী জয়ন্তী পরিচালনা করে। সেখানে তার গ্রামের নারী শ্রমিকেরা কাজ করে। তারা তাদের একমাত্র ছেলে রনীকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করে। রনী অসুস্থ হলে তাকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি আংশিক চিত্র ফুটে ওঠে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা–

- বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারব
- অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারব
- দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতের (কৃষি, শিল্প ও সেবা) তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- কৃষি ও শিল্পের পার¯úরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারব
- খাতভিত্তিক অর্থনীতির তথ্য উপাত্ত ব্যাখ্যা এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারব
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান চিত্র অংকন করে প্রদর্শন করতে পারব

৮.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bangladesh Economy)

প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শোষণ ও চব্বিশ বছরের পাকি¯Íানি শাসনের যাঁতাকলে নি®úষিত হয়ে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। উপরন্তু ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর চার দশক ধরে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এখনও একটি নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যায় :

১) কৃষি খাতের প্রাধান্য

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিঋণের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমান্বয়ে এই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধা বাড়ছে। সংগে সংগে উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, মৎস্য সম্úদ, পশুসম্úদ ও বনজ সম্úদ) অবদান ১৯.৯৫ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৩ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এম ই এস, ২০০৯, বিবিএস)।



কৃষিকাজ

২) শিল্পায়নের জন্য KgmwP গ্রহণ

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই এ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বাড়াতে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো- কর্মসংস্থান বাড়ানো, শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কমানো। এই লক্ষ গুলো বা¯Íবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচী হলো- বিনিয়োগে বাধা কমানো, কর মুক্ত করা, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন। এসব কর্মসূচির সুফল এখন পাওয়া hv‡"Q| ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। মোট শ্রমশক্তির ২৪.৩ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত (এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে-২০০৯)।



শিল্প

৩) মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি

এ দেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৮৪৮ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি ৭৭২ মার্কিন ডলার। তবে আমাদের মাথাপিছু আয় ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে।

৪) জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি

স্বল্প আয়ের জন্য আমাদের দেশের প্রায় ৩১.৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। ধীরগতিতে হলেও জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৬৭.২ বছর। সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৭.৮ শতাংশ এবং সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) ৫৭.৯ শতাংশ।

৫) বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি

আমাদের মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। তাই বিনিয়োগ বা পুঁজি গঠনের হারও কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক DÏxcbvgjK ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি cv‡"Q| ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৪.৭৩ শতাংশ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যা আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

৬) খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অধিক জনসংখ্যার কারণে এদেশে বহুদিন ধরে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা লক্ষ করা যায়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই সরকার বাংলাদেশকে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত বীজ, সার এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৪১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন। (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)

৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশে মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৪%, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পেলেও আয়তনের দিক দিয়ে অনেক ছোট এই দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে নবম বৃহত্তম দেশ।

৮) ব্যাপক বেকারত্ব

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে এ দেশে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা যায়।



ঢাকা ইপিজেড

তবে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ AÂ‡j (EPZ: Export Processing Zone) বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি cv‡"Q| বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্যে বিভিন্ন DÏxcbvgjK ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করায় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক Aঞ্চj চালু n‡"Q যার ফলে বেকার সমস্যা A`i ভবিষ্যতে কমে যাবে বলে আশা করা যায়। (দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ২৫ লক্ষ লোক বেকার)।

৯) প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপর্ণ মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদান। বর্তমানে এসব সম্পদের আবিষ্কার ও ব্যবহার পর্বের তলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ খাতের সমন্বিত অবদান স্থির মল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১.২৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পরণ করে। আমাদের দেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ১৮টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলিত হ"Q। উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জ) মোট মজুদ প্রায় ২৭০০ মিলিয়ন টন। উত্তোলিত কয়লার ৬৫ ভাগ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।



কয়লা খনি

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বা¯Íবায়ন করা হ"Q। এদের মধ্যে পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থানক্ষেত্রে উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

১০) বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এজন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে অব্যাহত ঘাটতি দেখা যায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে সার্বিক ভারসাম্য (-) ৫২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সাময়িক হিসাব)। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

১১) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। তাই বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে আশার কথা হলো বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার

হার হ্রাস পাচ্ছে। কেননা এসব সাহায্যের অপর্যাপ্ততা, অনিশ্চয়তা ও সময় ক্ষেপণের দরুণ আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়ছে যা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পঞ্চম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ধরা হয় ৬১.৪৫%।

১২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন খাত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।



ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

১৩) বেসরকারিকরণ কর্মসূচি

আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত মোট ৭৬ টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৫টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

১৪) পরিকল্পনা গ্রহণ

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন, এবং সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা (২০১০-২০২১)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক ও উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। যারা স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে, আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (Main Sectors of Bangladesh Economy)

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এসব শাখা বা বিভাগকে অর্থনৈতিক খাত বলে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত

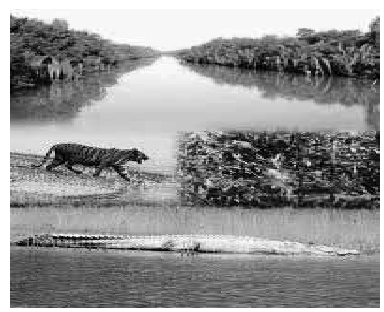
- কৃষি খাত
- শিল্প খাত
- সেবা খাত

কৃষি খাত (Agriculture Sector)

কৃষি হচ্ছে এরূপ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।


মৎস্য


পশুপালন


সুন্দরবন

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১

নিম্নে কৃষি খাতের উপখাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

শস্য ও শাকসবজি

আমাদের দেশের কৃষকেরা শস্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, ডাল, আখ, তামাক, চা, তৈলবীজ ইত্যাদি আর শাকসবজির মধ্যে আলু, সীম, লাউ, মটরশুঁটি, পটল, করলা, বেগুন ইত্যাদি উৎপাদন করে।

প্রাণিসম্পদ

আমাদের দেশে পারিবারিকভাবে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, কবুতর ও অন্যান্য পাখি পালন করা হয়। এদের মাংস, ডিম, দুধ, পালক ও চামড়া ইত্যাদি এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

মৎস্যসম্পদ

এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওর ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন : অভ্যন্তরীণ মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য।

বনজ সম্পদ

আমাদের দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১৭ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল, যেখানে একটি দেশের থাকা উচিত মোট ভূখণ্ডের ২৫ ভাগ। এসব বনাঞ্চলে রয়েছে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, গর্জন, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, গামারি, কড়াই, কুচি ও কেওড়া ইত্যাদি গাছ। এগুলো থেকে কাঠ, রাবার, গাম-তৈল, শন, মোম ও মধু ইত্যাদি আমরা পেয়ে থাকি।

নিচের তালিকায় বাংলাদেশের GDP তে কৃষি খাতের অবদানের হার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	১৫.৮১	১৫.৫২
ক. শস্য ও শাকসবজি	১১.৪২	১১.২৪
খ. প্রাণিসম্পদ	২.৬৫	২.৫৭
গ. বনজ সম্পদ	১.৭৩	১.৭১
২. মৎস্যসম্পদ	৪.৪৯	৪.৪৩

অতএব, ২০০৯-১০ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে GDP তে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ২০.৩০ শতাংশ এবং ১৯.৯৫ শতাংশ (সাময়িক)। একই সময়ে, দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫.৪৪ শতাংশ এবং ৬.১১ শতাংশ (সাময়িক) এসেছে কৃষি খাত থেকে। কৃষি খাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন : হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা। আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো :

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	৫.৫৬	৪.৮২
ক. শস্য ও শাকসবজি	৬.১৩	৫.০৪
খ. প্রাণিসম্পদ	৩.৩৮	৩.৫৪
গ. বনজ সম্পদ	৫.২৩	৫.৩৫
২. মৎস্যসম্পদ	৪.১৫	৫.৪৪

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌঁছানো, সহজ পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষিবীমার প্রচলন ও কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৩৪১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে উক্ত বছরে ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকা আয় করেছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৩.৬ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি থেকে প্রাপ্ত শন, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এ দেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম- ব্যাখ্যা কর।

শিল্প খাত (Industry Sector)

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প ¯িত প্রণালীর মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১



গ্যাসক্ষেত্র



ঢাকা মেট্রো রেলওয়ে



জাহাজ শিল্প

শিল্পখাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো :

১) খনিজ ও খনন

এ খাতের প্রধান উপখাত হলো-

ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল

খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন (কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি, গন্ধক, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু ও তামা ইত্যাদি)

২) শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প নিম্নে আলাদাভাবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উল্লেখ করা হলো :

বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পাট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্প হলো, চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, সিগারেট শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প ইত্যাদি।

খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : নিম্নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২ ভাগে উল্লেখ করা হলো :

ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠ শিল্প, সাবান শিল্প, প্রসাধনী শিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প।

রেশম শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প এবং তাঁত শিল্প ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

৩) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি এ খাতের উপখাত ৩টি হলো-ক. বিদ্যুৎ, খ. গ্যাস ও গ. পানি

৪) নির্মাণ শিল্প এই খাতে অন্তর্ভুক্ত – সেতু নির্মাণ, নতুন i¯ÍvNvU নির্মাণ ও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ।

উপরিউক্ত চারটি খাতের সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গঠিত।

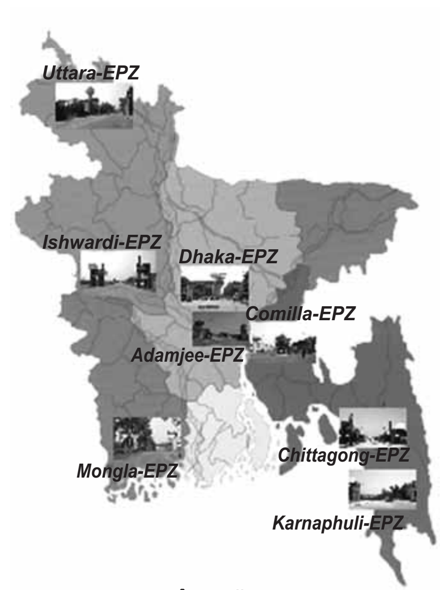
২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ খাতসমহের মধ্যে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২৯.৯৩ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ যা ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৮.৪১ শতাংশ। আর নির্মাণ খাতে উক্ত সময়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.০৭ শতাংশ।

নিচের তালিকায় মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০	প্রবৃদ্ধির হার ২০১০-১১ (সাময়িক)
১.খনিজ ও খনন	৮.৮০	৪.৮৫
২. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৬.৫০	৯.৫১
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	৭.২৮	৫.৯৬
৪. নির্মাণ	৬.০১	৬.৩৭

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০১০-১১ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ৮টি EPZ [চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী] এ ৩৫১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে; ২,৮২,৩৯২ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেখানে কর্মরত এবং ১৯৪০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।



AÂjwfwËK Bwc‡RW

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো। উন্নয়ন রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অবদান হবে ৪০ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান হবে ২৫ শতাংশ।

কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, গৃহস্থালী, সেবা খাতসমূহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাÊ বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্‌úদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পা”Q তাই সরকার এ খাতে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১০-১৬ সাল নাগাদ ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। রাসায়নিক সার তৈরির কাঁচামাল রূপে, কলকারখানা, পরিবহন ও গৃহে গ্যাস

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিমেন্ট, কাঁচ, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনে চুনাপাথর; বাসনপত্র ও স্যানিটারী দ্রব্য তৈরিতে চীনামাটি; রং ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু; বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানার তেল পরিশোধনে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব।

কাজ : সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব - ব্যাখ্যা কর।

সেবা খাত (Service Sector)

অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অব¯‘গত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে।



আর্থিক প্রতিষ্ঠান



পরিবহন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রে¯Íরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ণ, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ এসব সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত। ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৯.৭২ শতাংশ।

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১

সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহের জিডিপি তে অবদানের হার নিচের তালিকায় দেখানো হলো :

খাত	২০১০-১১ (সাময়িক)
১. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.২৭
২. হোটেল ও রেস্তোঁরা	০.৭৩
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.৯১
৪. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাত	২.০০
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বীমা	৬.৯৯
৬. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৯২
৭. শিক্ষা	২.৭৮
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৪১
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৬.৭০

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে অবদান সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত হলো পরিবহণ, সংরক্ষন ও যোগাযোগ খাত যার উপখাত হলো-

ক) স্থলপথ পরিবহন

যার আওতায় সড়কপথ ও রেলপথ রয়েছে। সড়কপথের মধ্যে ২০১১ সাল অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৩৪৯২ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক ৪২৬৮ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩২৮০ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৩৫ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ৬৫৯ কি.মি, ডুয়েল গেজ ৩৭৫ কি.মি এবং মিটার গেজ ১,৮০১ কি.মি.)।

খ) পানিপথ পরিবহন

আমাদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা। আর অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের ১৮৯টি জলযান দ্বারা ফেরী সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক সেবা অব্যাহত রেখেছে।

গ) আকাশপথ পরিবহন

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীন বিমানবন্দর পরিচালনা করছে তার মধ্যে ২টি অভ্যন্তরীন বন্দর ব্যবহৃত হ"() না। এ ছাড়া ৪টি স্টল পোস্ট ব্যবহার উপযোগী রয়েছে (STOL – Short Take off and Landing)।

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১২

ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ সালে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ ২০১১ এ গ্রাহক সংখ্যা ৫.৪৭ কোটি অতিক্রম করেছে।

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ উপখাতে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ১৭.৬৩ শতাংশ।

মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক সেবা খাতের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় দেওয়া হলো :

খাত	প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০	প্রবৃদ্ধির হার ২০১০-১১ (সাময়িক)
১.পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৫.৮৭	৬.০৬
২. হোটেল ও রেস্তোরা	৭.৬১	৭.৬২
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৭.৬৯	৭.৯৩
৪. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাত	১১.৬৪	৯.৪২
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বীমা	৩.৮৯	৩.৯৬
৬. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৩৫	৯.৫৬
৭. শিক্ষা	৯.২৪	৯.৪৭
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৮.১০	৮.৩০
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.৭২	৪.৭৫

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস প্রাক্কলন করা হয়েছে। কেননা, এ খাতের তিনটি উপখাতেই (ব্যাংক: মোট সংখ্যা - ৪৭টি, দেশিয় - ৩৮ টি এবং বিদেশি - ৯টি; বীমা : সরকারি - ২টি, বেসরকারি - ৬০টি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ২৯টি) প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে সর্বোপরি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে সার্বিক সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কাজ : বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর।

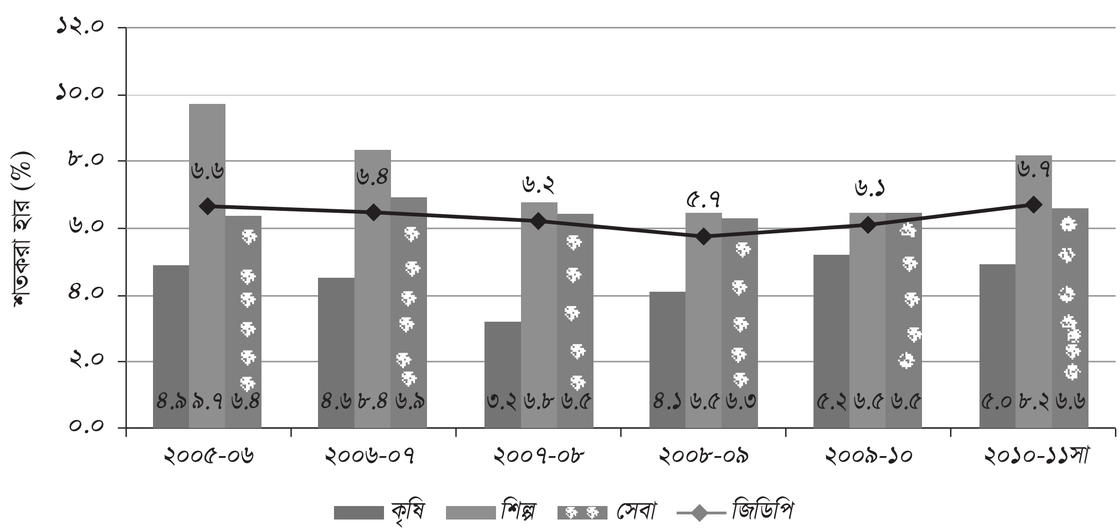
৮.৩ বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলো"0াস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্র্দের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবা খাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানব সম্র্দগড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে রূপকল্প ২০২১ বা¯Íবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

এ উদ্দেশ্য বা¯Íবায়নের জন্য কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

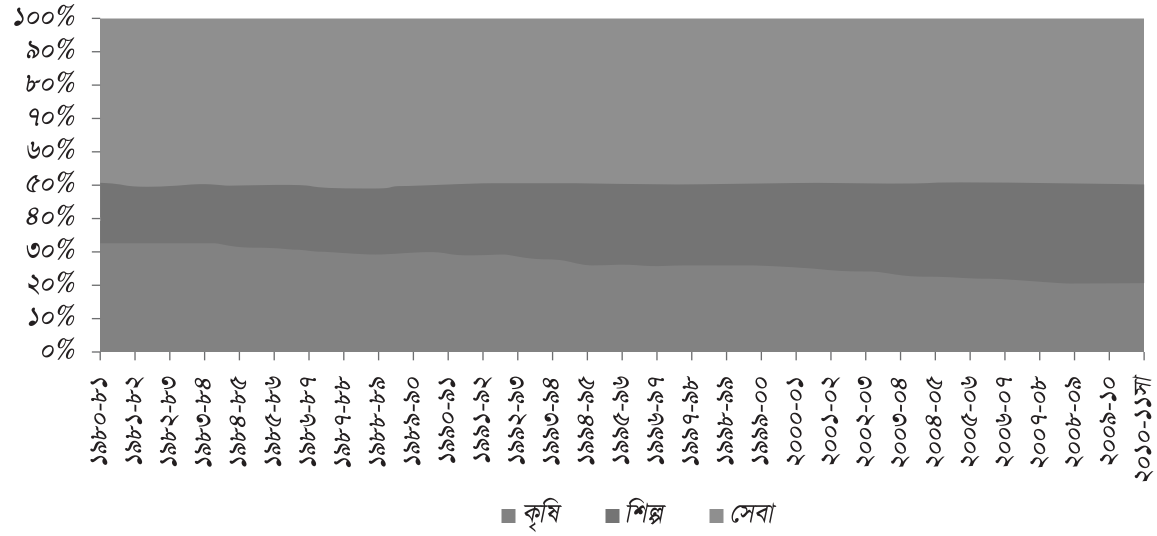
নিচের লেখচিত্রে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো :



আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপিতে) গত তিন দশকে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদানে প্রায় একই রয়েছে।

নিচের লেখচিত্রে গত তিন দশকের জিডিপির বৃহৎ খাতের পরিবর্তনের গতিধারা উপস্থাপন করা হলো :

স্থির মূল্যে গত তিন দশকের জিডিপি'র বৃহৎ খাতের পরিবর্তনের গতিধারা



কাজ : স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান প্রদর্শন কর।

৮.৪ কৃষি ও শিল্প খাতের পার¯úরিক নির্ভরশীলতা

রমিজ একজন ধনী কৃষক। তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজনীয় জৈব সার ব্যবহার করে অধিক ধান উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ধান পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি ব¯Íায় করে বাজারে সরবরাহ করেন। অনেকেই তাদের খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য ক্রয় করেন।

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা বলতে পারি কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষি খাত।


কৃষিনির্ভর শিল্প (চিনি শিল্প)


শিল্পনির্ভর কৃষি

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প খাতের পার¯úরিক নির্ভরশীলতা নিচে আলোচনা করা হলো :

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন- পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে যেসব অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে, যেমন- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাট শিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প ক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য দুটি খাতের একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

কাজ : কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?

২. কৃষিখাতের উপখাতসমহ কী কী?

৩. কৃষিখাতের উপখাতসমহের উদাহরণভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

২. বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩. কৃষিখাত ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের শ্রম শক্তির কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত?

ক. ১৯.৯২% খ. ৩০.৩০%

গ. ৪৩.৬০% ঘ. ৪৭.৩০%

২. বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হলো-

i. মাথাপিছু আয়ের হার বৃদ্ধি

ii. শিল্পক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগামী করা

iii. করের পরিমাণ বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মতি তার পরিবার নিয়ে অজপাড়াগাঁয়ে বসবাস করে। সেখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস কিছুই নেই। পরিবারের সকলে মিলে ঠোঙা তৈরি করে কোনোরকম জীবন যাপন করে।

৩. মতিদের কর্মকাÊ কোন শিল্পের অন্তর্গত?

ক. বৃহৎ খ. মাঝারি

গ. ক্ষুদ্র ঘ. কুটির

৪. মতিদের মতো উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে-

i. সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

ii. বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে হবে

iii. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্থনীতির দুটি খাত



(কৃষক মাঠে পাট কাটছে)



B(পাটের তৈরি ব্যাগ)

ক. শিল্প কী?

খ. আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন?

গ. 'A' খাতের উন্নয়নের উপর কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'A' ও 'B' খাত পর¯পরের পরিপরক- মল্যায়ন কর।

২.



মানচিত্র

ক. সেবা কাকে বলে?

খ. ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি কৃষি- ব্যাখ্যা কর।

গ. EPZ কর্তৃপক্ষের 'A' চিহ্নিত স্থানকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের GDP তে 'A' স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অবদান মূল্যায়ন কর।